দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

24

অর্থবহ সার্ক

দক্ষিণ এশিয়ার সাত দেশের শত কোটিরও বেশী মানুষের পরিবার সার্ককে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলার উপর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও সংস্থাটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সার্কের মন্ত্রিপরিষদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে সংস্থাটির আর্থ-সামাজিক অঙ্গীকার পূরণের মাধ্যমে এটিকে সত্যিকারভাবে অর্থবহ করে তোলার আহবান তিনি জানিয়েছেন। এই সহযোগিতা সংস্থার বিঘোষিত উদ্দেশ্য অর্জন করতে হলে এটিকে নিছক একটি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফেলে না রেখে আরও বেশী সক্রিয় ও উদ্যোগী করে তোলা দরকার। আলোচনার পাশাপাশি সদস্য-দেশগুলির মধ্যে অর্থপূর্ণ যোগাযোগ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, মাদক ব্যবসা প্রতিরোধ, বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান, বাণিজ্য প্রসার ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের জন্যও সহযোগিতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া একথাই বলেছেন জোর দিয়ে।

অঞ্চলগত নৈকট্য ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার এই সাত দেশের মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে মিল রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের অভিজ্ঞতা তাদের প্রায় অভিন্ন। পরশাসনের পরিণতিতে মাত্রায় কিছুটা হেরফের থাকলেও এই দেশগুলি বুভুক্ষা, ব্যাধি, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, নিরাশ্রয়, অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য, জনাধিক্য ইত্যাদি শত সমস্যায় জর্জরিত। একদিক দিয়ে এই দেশগুলি একই পথের পথিক—দ্রুত উন্নয়নপ্রয়াসী। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য পুঁজি, প্রযুক্তি, অভিজ্ঞতা কোনটাই পর্যাপ্ত নেই এসব দেশের। সাহায্যের বিশ্বও বৈরী। এই পটভূমিতে নিজেদের সহযোগিতা-সমঝোতা বাঞ্ছিত উন্নতি এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ফলপ্রসূ হাতিয়ার হতে পারে বলে সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি দক্ষিণ এশিয়ার সহযোগিতা সংস্থা সার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যমী প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছে। সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার সহধর্মিনী বেগম খালেদা জিয়া আজ সার্কের চেয়ারপারসন। শহীদ জিয়ার ভাষাতেই তিনি সার্ককে সত্যিকারভাবে অর্থবহ করে তোলার আহবান জানিয়েছেন। সার্ক প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকেই এই লক্ষ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন। সংস্থাটিকে যে অর্থবহ করে তোলা অপরিহার্য এবং একান্ত জরুরী—একথা জোর দিয়ে বলেছেন মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে যোগদানরত ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণ। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ দীনেশ সিং দক্ষিণ এশিয়ার একশ কোটি মানুষের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে বৃহত্তর অর্থনৈতিক আদান-প্রদান গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসিফ আহমদ আলী বলেন, আমরা সার্ক সহযোগিতার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেছি। এতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বাণিজ্যখাতের উপর যথাযথ অগ্রাধিকার আরোপ করা আবশ্যক। নেপালের অর্থ প্রতিমন্ত্রী মিঃ মহেশ আচার্য, মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব ফাতুল্লাহ জামিল, ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিওনপো দাওয়া শোরিং এবং শ্রীলংকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব শাহুল হামিদেরও ভাষণে একই কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাপারে সার্কের সাত দেশের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতাই তাদের সবার জন্য লাভজনক হবে—এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

সার্কের সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি পূর্ববর্তী শীর্ষ সম্মেলন ও মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকসমূহে চিহ্নিত হয়েছে। সদস্য-দেশগুলি গরীব। এদের সম্পদ সীমিত। শিক্ষা কম। কিন্তু জনসংখ্যা বিশাল। এদের একটি বড় অংশের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নিচে। অনেকেই অনাহার ও অপুষ্টির শিকার। জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে। এর উপর বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক প্লাবন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই দেশগুলিতে মাঝে মাঝেই প্রলয় সৃষ্টি করছে। এই প্রলয় প্রতিরোধের চাবিকাঠি কিন্তু রয়েছে তাদেরই হাতে। পারস্পরিক সমঝোতা ও আন্তরিক সহযোগিতাই এই চাবিকাঠি। নিজের ও অঞ্চলের বৃহত্তর স্বার্থে তাদের সহযোগিতা বাড়াতে হবে, সম্পদ, প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে হবে।

দ্বিপাক্ষিক বিষয় সার্ক ভূমিকার বহির্ভূত। কিন্তু বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় প্রতিবেশী দেশগুলির সদ্ভাবই নষ্ট করছে না কেবল, শান্তি-শৃংখলা, স্থিতিশীলতা ইত্যাদিতেও ক্ষতি ঘটাচ্ছে। এর ফলে উন্নয়ন প্রচেষ্টাও ব্যাহত হচ্ছে। এই সত্য উপলব্ধি করে সার্ক ফোরামের মাধ্যমেই হোক, আর দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতেই হোক—এসব বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে। সার্ক অর্থবহ হয়ে উঠলে সদস্য-দেশগুলির সহযোগিতাই বাড়বে না শুধু, সমঝোতা-সমমর্মিতার পরিবেশও গড়ে উঠবে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায়। এটাই সার্ক প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য।

SHEET — OF — SHEETS